কুরআন প্রেমিকদের
অমর কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মাদ মুয়াজ্জাম হুসাইন ফারূকী

কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী
জামিয়া নূরিয়া ইসলামিয়া, আশরাফাবাদ
কামরাঙ্গীরচর, ঢাকা-১৩১০

প্রকাশনায়
রাহনুমা প্রকাশনী™

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মহান আল্লাহ্ এ কিতাবের (অর্থাৎ কুরআন) মাধ্যমে সমুন্নত করেন অনেকের মর্যাদা আবার অন্যদের করে দেন অবনত। (মুসলিম শরীফ)

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মাল্টার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দারুল উলূম দেওবন্দে আসেন। ইশার পর উপস্থিত উলামায়ে কেরামের মজলিসে বলেন, "এই চার বছরের বন্দিজীবনে আমি দুটি সবক হাসিল করেছি।" একথা শুনে উপস্থিত সকলেই কৌতুহলী হলেন। সুদীর্ঘ ৮০ বছরে যিনি শত সহস্র আলেম গড়ে তুললেন, তিনি আজ জীবন-সন্ধ্যায় এসে আবার নতুন কী সবক শিখলেন? শাইখুল হিন্দ বললেন, "বন্দিত্বের কালে নীরবে একাকীত্বে বসে আমি বিস্তর ভেবেছি। ভেবেছি বর্তমান মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ কী? বহু ভাবনা-চিন্তার পর আমি মুসলমানদের অধঃপতনের দুটি মূল কারণ খুঁজে পেয়েছি। একটি হল, কুরআন শরীফের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা। আরেকটি হল, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য।"

মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ-কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, "পারস্পরিক মতানৈক্যটাও মূলত কুরআন ছেড়ে দেওয়ার কারণেই। সুতরাং মূল কারণ একটিই। তা হল কুরআন থেকে মুসলমানদের দূরত্ব।"

এক যুগ আগের কথা। যখন 'ওয়াহ্দাতুল উম্মত' রিসালাটিতে শাইখুল হিন্দ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির উক্ত বক্তব্য পড়েছিলাম তখন থেকেই আমি কুরআন শরীফ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা সঙ্কলনের চেষ্টা করছিলাম। 'কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনী' সেই প্রচেষ্টারই একটি অংশবিশেষ।

কয়েক দশক পূর্বেও এদেশের প্রতিটি ঘর থেকে সকালে ভেসে আসত কুরআন তিলাওয়াতের মিষ্টি সুর। কিন্তু এখন কুরআনের সেই স্থানটি দখল করে নিয়েছে গানবাদ্য আর নানান চ্যানেলের আওয়াজ। কুরআনের স্বাদ থেকে এখন আমরা অনেকেই বঞ্চিত। আমাদের জীবনে আজ কুরআনের স্থানে গানের আর পুণ্যের স্থানে পাপের জয়জয়কার। এক সময় ছেলে-মেয়েরা সকালে ঘুম থেকে উঠে মক্তবে যেত। মাদরাসায় যেত। কায়দা পড়ত। আমপারা পড়ত। কুরআন শরীফ পড়ত। কিন্তু এখন আর মক্তব-মাদরাসায় যাওয়ার সুযোগ নেই। কারণ মক্তব-মাদরাসার সময়টুকু দখল করে নিয়েছে কিন্ডার গার্টেন স্কুলগুলি।

এহেন পরিস্থিতিতে নীরব ভূমিকা পালন করা কোনো মুমিনের শান নয়। বরং প্রত্যেকের নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী মুমিন হৃদয়ে ঈমানী চেতনা জাগানোর সঠিক চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অতীব জরুরি। এ হিসাবে আমি মনে করি, মুমিন হৃদয়ে "ইশকে কুরআন" বা কুরআন শরীফের প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা সৃষ্টির চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়াও একটি মহৎ দীনী খিদমত। আমার এ প্রচেষ্টা, প্রয়াসও সেই খিদমতের একটি ক্ষুদ্র অংশ।

কুরআনের আশিকদের কাহিনী পড়লে কুরআনের ভালোবাসা ও তিলাওয়াতের আগ্রহ সৃষ্টি হয় বিধায় কুরআন প্রেমিকদের অমর কাহিনীর কিছু ঐতিহাসিক ও বাস্তব ঘটনা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে বর্তমান পুস্তকটি। যা পাঠকবর্গকে পুলকিত করার সঙ্গে সঙ্গে কুরআন প্রেমিক করে গড়ে তুলতে পারে। পারে ঈমানী বলে বলিয়ান করতে। পারে চলার পথে অন্ধকারে আলোর সন্ধান দিতে। আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস দ্বারা যদি কারও সামান্যতমও উপকার সাধিত হয়, যদি কেউ কুরআনের ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে কুরআনকে বক্ষে ধারণ করার চেষ্টা করে তাহলে এ প্রচেষ্টাকে আমি সফল বলে মনে করব। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে কুরআন প্রেমিকদের কাতারভুক্ত করুন। আমীন!

মুহতাজে দুআ

মুহাম্মাদ মুয়াজ্জম হুসাইন ফারূকী

সূচীপত্র

কুরআনের প্রভাব.. ১১
সারা রাত ক্রন্দন.. ১৪
বাদশা নাজ্জাসির দরবারে.. ১৫
নতুন জীবন.. ১৮
রাসূলের শিখানো দুটি সূরা.. ২০
মুগ্ধ কাফিরদের লুকিয়ে লুকিয়ে কুরআন শোনা..................... ২১
স্বীকারোক্তি.. ২৩
নামাযে তিলাওয়াত.. ২৬
রমযানে প্রিয় নবীর দুটি আমল... ২৬
তিলাওয়াত শ্রবণে কিছু সময়... ২৭
কবিতার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই.................................. ২৭
যাদুময় প্রভাব.. ২৮
সুপ্ত প্রশ্নের উত্তর.. ৩০
জেগে উঠলেন কুরআনের ছোঁয়ায়...................................... ৩২
আল্লাহ্‌র স্মরণ.. ৩৪
বৃত্তি প্রদান.. ৩৫
ক্রীতদাসের মর্যাদা.. ৩৬
জীবন সায়াহ্নে.. ৩৭
কুরআনের স্বাদ.. ৩৮
আনন্দের ক্রন্দন.. ৩৯
পছন্দ ভিন্ন ভিন্ন.. ৪১
ভালোবাসার কারণ.. ৪২
কাব্য নয়.. ৪৩

থমকে উঠেন.. ৪৪
কুরআনের প্রাধান্য.. ৪৫
কতই না সুন্দর.. ৪৬
অশ্রু ঝড়ে.. ৪৭
ঘি ও মধু ঝড়ে পড়ছে.. ৪৮
কুরআনের পারদর্শিতা... ৫০
অমূল্য সম্পদ... ৫৩
গান ছেড়ে কুরআন.. ৫৪
মেঘখণ্ডের রূপে ফেরেশতা.. ৫৫
অপেক্ষা করে চলে গেলেন... ৫৭
ফেরেশতারাও কাঁদছে.. ৫৭
কাফেলা থেকে কুরআন শিক্ষা....................................... ৫৮
দারুণ চমৎকার.. ৫৯
কুরআনের অনুসরণ.. ৬১
কুরআনের পরশে ধন্য যারা.. ৬৩
হৃদয়কাড়া কথোপকথন.. ৬৬
আয়াতুল কুরসি... ৭৬
কুরআন খতমের আজব কাহিনী...................................... ৭৭
কুরআনের সম্মান.. ৭৯
পড়তে পড়তে সকাল.. ৭৯
ইশা থেকে ফজর.. ৮০
দৈনিক এক খতম.. ৮১
নাজাতের রাস্তা.. ৮২
কুরআনের মুহাব্বত.. ৮৩
শাহী ফরমানের প্রভাব.. ৮৫
কোথায় পাব এমন লোক... ৮৬
কারাগারে কুরআন শিক্ষা.. ৮৭

কারাগারে অনুবাদ ও হেফয.. ৮৮
কারামুক্তি ও কুরআন প্রচারের ঘোষণা............................. ৮৯
শুধু বুঝে পড়ার পার্থক্য... ৯০
কুরআনের ভালোবাসা.. ৯১
উপযোগী স্থানের সন্ধানে... ৯২
বার্ধক্যে হিফয... ৯৩
দাওরায়ে হাদীসের বছরে... ৯৪
জীবন্ত মু'জিযা.. ৯৫
উপঢৌকন... ৯৫
জ্বালিয়ে দাও-পুড়িয়ে দাও... ৯৬
আমার কিছুই বলার নেই... ৯৭
ঘৃণা আর ভালোবাসা.. ৯৮
নাস্তার পূর্বে একখতম.. ৯৯
প্রতিযোগিতা.. ৯৯
আঠারো হাজার.. ১০০
কুরআন তিলাওয়াতের এক প্রবাদ পুরুষ........................... ১০২
কুরআন নিয়ে জঙ্গলে.. ১০৬
শেষ দিন পর্যন্ত.. ১০৮
আত্মশুদ্ধি.. ১০৯
তিলাওয়াতের কাযা... ১১০
আশিকে কুরআন.. ১১০
বাসর রাতের কাহিনী... ১১১
এক উজ্জল নক্ষত্র.. ১১৩
এক অপূর্ব সুন্দর যুবক.. ১১৪
কুরআনের কম্পিউটার.. ১১৫
মাত্র তিন দিনে.. ১১৭
একই বৈঠকে.. ১১৭

মাথা ব্যথার ঔষধ.. ১১৮
আলোদানকারী.. ১২০
সাতদিনের কন্যার বিয়ে.. ১২১
দুধের শিশু কুরআন পড়ে... ১২২
সহজে হাফেয হওয়ার দুআ.. ১২৩
হেফয বাগান.. ১২৫
সবকিছুই রয়েছে কুরআনে.. ১২৮
কুরআনের আওয়াজ... ১৩৫
মুশরিক হতে পারে না.. ১৩৬
ভূমিকম্পের ধ্বংস থেকে রক্ষা...................................... ১৩৭
ফুলশয্যা কবর.. ১৩৮

কুরআনের প্রভাব

মক্কার কাফেররা যখন দেখল, ইসলাম প্রতিদিনই শক্তিশালী হচ্ছে এবং দিন দিন আরও সমৃদ্ধ হচ্ছে। তারা দেখল সমাজের সাহসী পুরুষেরা এক এক করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে এবং ইসলামের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য গৃহীত সকল ব্যবস্থাই হয়ে পড়ছে অকার্যকর ও ব্যর্থ। তখন যেন তাদের মাথাই নষ্ট। যেন তাদের অন্তরে সীমাহীন কষ্ট। ইসলামের ক্রমোন্নতি ঠেকাতে তারা হয়ে উঠল মরিয়া। এই উদ্দেশ্যে তারা পরিকল্পনা আঁটল প্রিয় নবীকে প্রলুব্ধ করে তুলতে। কাফেরদের সেই প্রলোভনের কাহিনীটিই আমরা এখানে তুলে ধরছি। কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব থেকে মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক। তিনি বলেন,

একদিন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে হারামে নামায আদায় করে একা বসে ছিলেন। নবীজীর অদূরেই কাফের দলপতি ওতবা ইবনে রাবীআ তার কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে আসর জমিয়ে রেখেছিল।

ওতবা তার সঙ্গীদের বলল,

– তোমরা যদি আমার সঙ্গে একমত হও, তাহলে আমি মুহাম্মাদের নিকট লোভনীয় কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করব। যদি সে আমাদের প্রলোভন ও চক্রান্তে ধরা দিয়ে প্রস্তাব মেনে নেয়, তাহলে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম রক্ষা পাবে এবং আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে তাঁর প্রচারাভিযানও বন্ধ হয়ে যাবে। উপস্থিত সবাই সমস্বরে বলে উঠল,

– আমরা সবাই তোমার সঙ্গে একমত। তুমি তোমার সমস্ত কলা-কৌশল ও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটাও। দেখ, কোনো উপায়ে তাঁকে ফাঁদে ফেলতে পার কিনা।

যেমন কথা তেমন কাজ। কালবিলম্ব না করে ওতবা আসর থেকে উঠে পড়ল এবং প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে গিয়ে বসে কণ্ঠে আবেগ ঢেলে বলল,

– ভাতিজা! আমাদের বাপ-দাদার এত সুন্দর ধর্ম থাকা সত্ত্বেও তুমি যে নতুন ধর্মের কথা বলছ, এর দ্বারা যদি তোমার ভিন্ন কোনো উদ্দেশ্য থাকে তাহলে আমার কাছে খুলে বলতে পার। যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় অঢেল ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব গড়ে তোলা, তাহলে আমরা তোমার জন্য এত বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ জমা করে দিতে প্রস্তুত, যাতে তুমি হয়ে যাবে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। তোমার বিপুল ধন-সম্পদের খ্যাতি ছড়িয়ে যাবে বিশ্বময়।

আর যদি তুমি এ নতুন ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে লাভ করতে চাও বাদশাহী, তাহলেও আমরা তোমার হাতে তুলে দিব গোটা আরবের বাদশাহী ও রাজত্ব। তুমি হবে রাজা আর আমরা হব প্রজা। তখন তোমার আদেশ ছাড়া কেউ আর কোনো কাজ করবে না। করতে পারবেও না।

আর যদি এসবের প্রতি তোমার লোভ না থাকে বরং তোমার উপর কোনো জিন বা দৈত্য-দানবের প্রভাব আছে বলে মনে কর, যার কথা তুমি আসমানী ওহী বলে মানুষকে শোনাও আর তুমি সেটা বিতারিত করতে অক্ষম হয়ে থাক, তাহলে আমরা তোমার সুচিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ চিকিৎসকের সন্ধান করতে পারি, যে তোমাকে বিপদমুক্ত করবে চিকিৎসার মাধ্যমে।

বৃদ্ধ ওতবা এক এক করে তার কথাগুলো বলে যাচ্ছিল আর প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনে যাচ্ছিলেন। ওতবার কথা যখন শেষ হল তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

– এবার আমার কিছু কথা শুনুন। ওতবা বলল,

– শোনাও! এবার তোমার বক্তব্য শোনাও!

তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরা হা মীম আস্ সিজদা তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

حٰمٓ ﴿١﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ كِتٰبٌ فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ قُرْاٰنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ
يَّعْلَمُوْنَ ﴿٣﴾ بَشِيْرًا وَّ نَذِيْرًا ۚ فَاَعْرَضَ اَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٤﴾ وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا
فِيْۤ اَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَاۤ اِلَيْهِ وَ فِيْۤ اٰذَانِنَا وَقْرٌ وَّ مِنْۢ بَيْنِنَا وَ بَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ اِنَّنَا

عٰمِلُوْنَ ۝٥ قُلْ اِنَّمَآ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۝٦ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝٧ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٨

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হা-মীম, এটা অবতীর্ণ পরম করুণাময়, দয়ালুর পক্ষ থেকে। এটা কিতাব, এর আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত আরবী কুরআনরূপে জ্ঞানী লোকদের জন্য, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে, এরপর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তারা শোনে না। তারা বলে, আপনি যে বিষয়ের দিকে আমাদেরকে দাওয়াত দেন, সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণে আবৃত, আমাদের কর্ণে আছে বোঝা এবং আমাদের ও আপনার মাঝখানে আছে অন্তরাল। অতএব, আপনি আপনার কাজ করুন এবং আমরা আমাদের কাজ করি। বলুন, আমিও তোমাদের মতোই মানুষ, আমার প্রতি ওহী আসে যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ। অতএব তাঁর দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর মুশরিকদের জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ, যারা যাকাত দেয় না এবং পরকালকে অস্বীকার করে। নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্যে রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার। (হা-মীম সিজদা ১-৮)

সূরাটির শুরু থেকে পড়তে পড়তে সেজদার আয়াত পর্যন্ত তিলাওয়াত করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেজদা করলেন এবং সেজদা থেকে মাথা উঠিয়ে বললেন,

– হে ওতবা! এটাই আমার বক্তব্য। আপনার প্রস্তাবের এটাই আমার উত্তর— যা আপনি শুনেছেন। এখন আপনার যা ইচ্ছা আপনি করতে পারেন।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কণ্ঠের মধুময় তিলাওয়াত শুনে ওতবা হতবাক হল। হল বিস্মিত। তিলাওয়াতের স্বদীপ্ত প্রভাবে তার অন্তর হল বিগলিত। তার চেহারায় দেখা দিল পরিবর্তন। ফিরে এল সে নিজ সঙ্গীদের কাছে, নিজ জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কাছে।

কুরআনের মোহনীয় বাণীর সূর ঝংকার তখনও যেন ঝংকৃত আর অনুরণিত হচ্ছিল তার কর্ণকুহরে। স্বভাব সুলভ গুরুগম্ভীর কণ্ঠে সে সবাইকে সম্বোধন করে বলল,

– আজ আমি এমন বাণী শুনেছি, খোদার কসম! ইতিপূর্বে কখনই এমন অভিনব ও হৃদয়গ্রাহী বাণী শুনি নি। এ বাণী না কবিতা, না যাদু-মন্ত্র, না গণকের কথা। হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, আমার প্রিয় সাথীরা! আমার কথা বোঝার চেষ্টা কর। আমার পরামর্শ হল, তোমরা মুহাম্মাদের উপর কোনো প্রকার জুলুম অত্যাচার কর না। তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও। তাকে তার কাজ করতে দাও। কেননা যে বাণী আমি আজ তার মুখ থেকে শুনেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, কোনো একদিন অবশ্যই তার সুমহান মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে। এ মোহনীয় বাণীর অদৃশ্য আকর্ষণে গোটা জাতি তার পদতলে লুটিয়ে পড়বে। বিজয় তাঁর পদ চুম্বন করবে। এ বাণীর বাহক সকলের নিকট সাদরে সমাদৃত হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। নেই কোনো সংশয়। সুতরাং নিজেদের স্বার্থেই আমার পরামর্শ মেনে নাও।

কুরাইশ গোত্রের অন্যতম প্রবীণ নেতা ওতবার মুখে এভাবে মুহাম্মাদের ও কুরআনের এমন যুক্তিসঙ্গত বিজয় সম্ভাবনার আশাবাদ শুনে সবাই বিস্মিত, হতভম্ব, দিশেহারা ও দুঃশ্চিন্তাকাতর হয়ে পড়ল।

অবশ্য নিজেদের জাত রক্ষার স্বার্থে তারা প্রচার করতে লাগল যে, ‘মুহাম্মাদের জাদুতে ওতবা কাবু হয়ে গেছে।’

সারা রাত ক্রন্দন

একবারের ঘটনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সারারাত নামাযে সূরা মায়েদার ১১৮ নং আয়াতটি তিলাওয়াত করতে লাগলেন আর কাঁদতে লাগলেন।

اِنۡ تُعَذِّبۡهُمۡ فَاِنَّهُمۡ عِبَادُکَ ۚ وَاِنۡ تَغۡفِرۡ لَهُمۡ فَاِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِیۡزُ الۡحَکِیۡمُ ﴿۱۱۸﴾

হে আল্লাহ্! আপনিই তো তাদের প্রভু। তারা আপনারই বান্দা। তাই আপনি তাদেরকে শাস্তি দিলে তা অবিচার নয়, বরং সুবিচারই হবে। আপনিই

তাদের মালিক। আপনি ইচ্ছা করলে তাদের ক্ষমাও করে দিতে পারেন। আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলে আপনাকে ঠেকানোর কেউ নেই। কেননা আপনি মহাপরাক্রান্ত ও প্রবল। আপনি সর্বশক্তিমান। একচ্ছত্র প্রভু। প্রজ্ঞাময়। কেউ আপনার শক্তির নাগালের বাইরে যেতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে ক্ষমা করা আপনারই কাজ।

হযরত আবূ যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাতের আঁধার কেটে যখন ভোর হল তখন আমি আরয করলাম,

– ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করতে করতে ভোর করেছেন। এ আয়াত দ্বারাই রুকূ করেছেন এবং এ আয়াত দ্বারাই সেজদা করেছেন, এর কারণ কী? তখন প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

– আমি পরওয়ারদিগারের কাছে নিজের জন্যে শাফায়াতের আবেদন করেছি। আবেদন মঞ্জুর হয়েছে। অতি সত্ত্বরই আমি তা লাভ করব। আমি এমন ব্যক্তির জন্যে শাফায়াত করতে পারব, যে আল্লাহ্ তাআলার সঙ্গে শিরক করে নি। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন)

বাদশা নাজ্জাসির দরবারে

ইসলামের সূচনালগ্নে সাহাবায়ে কেরামের উপর এত জুলুম করা হয়েছে যা অন্য কোনো জাতির উপর করা হয় নি। তাঁরা 'অবিচল ঈমান' এর জন্য এত নির্যাতন, নিপীড়ন ও কষ্ট সহ্য করেছেন, যা অন্য কোনো জাতি করে নি।

কাফেরদের নির্যাতন-নিপীড়নে মক্কার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলে প্রিয় নবীর নির্দেশক্রমে একদল সাহাবী হাবশায় হিজরত করলেন। তাদের প্রধান ছিলেন হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব রাযিয়াল্লাহু আনহু। তিনি নিজের স্ত্রী ও সহযাত্রী একদল সাহাবীকে নিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাজির হলে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাঁদের বিদায় জানালেন। তাঁরা সত্য ও হিদায়াতের দীনসহ হাবশায় চলে গেলেন। ন্যায়পরায়ণ বাদশা নাজ্জাসির আশ্রয়ে স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার স্বাদ পেলেন। মক্কায় দীর্ঘ কষ্টভোগের পর তাঁরা এখানে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।